ইসতিগফার

@ ইলমওয়েব
ওয়েবসাইট : ilmweb.net
ফেসবুক : facebook.com/ilmweb
টুইটার : twitter.com/ilmweb
ইন্সটাগ্রাম : instagram.com/ilmweb
টেলিগ্রাম : t.me/ilmweb_net
ইমেইল : publishing@ilmweb.net

ইসতিগফার

ইসতিগফার

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'সাইয়িদুল ইসতিগফার হচ্ছে,

اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي لاَ إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، خَلَقْتَنِي وَأَنَا عَبْدُكَ، وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ، أَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ، وَأَبُوءُ لَكَ بِذَنْبِي فَاغْفِرْ لِي، فَإِنَّهُ لاَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ

"ও আল্লাহ, তুমিই আমার রব। তুমি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই। তুমি আমাকে সৃষ্টি করেছ, আমি তোমার দাস। তোমার কাছে দেওয়া অঙ্গীকার ও প্রতিশ্রুতিতে আমি আমার সাধ্যমতো দৃঢ় আছি। আমি আমার কৃতকর্মের অনিষ্ট থেকে তোমার কাছে আশ্রয়প্রার্থনা করছি। আমার ওপর তোমার দেওয়া অনুগ্রহ স্বীকার করছি এবং আমার পাপের স্বীকৃতি দিচ্ছি। আমাকে ক্ষমা করো। কারণ, তুমি ছাড়া পাপ ক্ষমা করার কেউ নেই।"

যে ব্যক্তি দৃঢ় বিশ্বাসের সাথে এই কথাগুলো বলবে, দিনে বলে রাতে মারা গেলে কিংবা রাতে বলে দিনে মারা গেলে সে জান্নাতি হবে।'[১]

বান্দা সবসময়ই আল্লাহর রহমতে আচ্ছাদিত থাকে কিংবা পাপে লিপ্ত থাকে। ফলে আল্লাহর রহমতের জন্য তার উচিত কৃতজ্ঞতা আদায় করা আর নিজ পাপের জন্য ইসতিগফার করা। শোকরিয়া আদায় ও ইসতিগফার করা, দুটোই সবসময় দরকার। কারণ, আল্লাহর অসংখ্য নিয়ামাত ও রহমতকে পরিবর্তন করার সাধ্য বান্দার নেই, আর তাওবাহ ও ইসতিগফারের মুখাপেক্ষিতা থেকে সে নিজেকে বিরতও রাখতে পারবে না।

---

[১] সহিহ বুখারি, হাদিস নং : ৬৩০৬

এ কারণেই আদমসন্তানদের শিক্ষক ও মুত্তাকিদের ইমাম মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সব অবস্থায় ইসতিগফার করতেন। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

وَاللهِ إِنِيْ لأَسْتَغْفِرُ اللهَ وَأَتُوْبُ إِلَيْهِ فِي الْيَوْمِ أَكْثَرَ مِنْ سَبْعِيْنَ مَرَّةً

‘ওয়াল্লাহি, আমি দিনে সত্তরবারেরও বেশি আল্লাহর কাছে ইসতিগফার ও তাওবাহ করি।’[২]

সহিহ মুসলিমে এসেছে,

وَإِنِّى لأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ فِى الْيَوْمِ مِائَةَ مَرَّةٍ

‘নিশ্চয়ই আমি দিনে একশোবারের বেশি ইসতিগফার করে থাকি।’[৩]

আবদুল্লাহ ইবনু উমার (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেছেন, আমরা গুণে দেখতাম রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক বৈঠক থেকে উঠে যাবার আগে একশোবার বলতেন,

رَبِّ اغْفِرْ لِي ، وَتُبْ عَلَيَّ ، إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الْغَفُور

‘ও রব, আমাকে ক্ষমা করো, তাওবাহ কবুল করো, নিশ্চয় তুমিই তাওবাহ কবুলকারী ক্ষমাশীল।’[৪]

এ কারণেই সব আমলের শেষে ইসতিগফারের বিধান এসেছে। আল্লাহ বলেন,

وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ

‘আর শেষরাতে ক্ষমাপ্রার্থনাকারী।’[৫]

সালাফদের অনেকে বলতেন—তাহাজ্জুদের মাধ্যমে তোমার রাতকে প্রাণবন্ত করে তোলো, রাতের শেষ সময়টা ইসতিগফারে কাটাও।

---

[২] সহিহ বুখারি, হাদিস নং : ৬৩০৭

[৩] সহিহ মুসলিম, হাদিস নং : ৭০৩৩

[৪] মুসনাদু আহমাদ, হাদিস নং : ৪৭২৬; সুনানু আবি দাউদ, হাদিস নং : ১৫১৮; সুনানুত তিরমিযি, হাদিস নং : ৩৪৩৪; সুনানু ইবনি মাজাহ, হাদিস নং : ৩৮১৪

[৫] সুরা আলি ইমরান, ৩ : ১৭

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সালাতশেষে তিনবার ইসতিগফার করতেন, তারপর বলতেন,

اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ

'ও আল্লাহ, তুমি শান্তিময়, তোমার কাছ থেকেই শান্তি অবতীর্ণ হয়। তুমি বারাকাহময়, হে পরাক্রমশালী ও মর্যাদাপ্রদানকারী।'[৬]

আল্লাহ বলেন,

فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ ۝ ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

'তোমরা যখন আরাফাত ত্যাগ করবে, তখন আল-মাশআরুল হারামে আল্লাহকে স্মরণ করবে। তিনি যেভাবে তোমাদের দিকনির্দেশনা দিয়েছেন সেভাবেই তাঁকে স্মরণ করো। এর আগে তো তোমরা আসলেই বিভ্রান্তিতে ছিলে। তারপর সব মানুষ যেখান থেকে ছড়িয়ে পড়ে তোমরাও সেখান থেকে ছড়িয়ে পড়। আর আল্লাহর কাছেই ক্ষমা চাও। নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল, দয়ালু।'[৭]

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সত্যের দাওয়াহ দিয়েছেন, আল্লাহর পথে জিহাদ করেছেন, অন্য যে কারোর চেয়ে আল্লাহর আনুগত্য সবচেয়ে বেশি করেছেন। এত কিছু সত্ত্বেও আল্লাহ তাঁকে ইসতিগফারের আদেশ দিয়ে বলছেন,

إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ ۚ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا

'যখন আসবে আল্লাহর সাহায্য ও বিজয়, আপনি মানুষকে দলে দলে আল্লাহর দ্বীনে প্রবেশ করতে দেখবেন। তখন আপনি আপনার রবের পবিত্রতা বর্ণনা করুন এবং তাঁর কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা করুন। নিশ্চয়ই তিনি তাওবাহ কবুলকারী।'[৮]

---

[৬] সহিহ মুসলিম, হাদিস নং : ১৩৬২

[৭] সুরা আল-বাকারা, ২ : ১৯৮-১৯৯

[৮] সুরা আন-নাসর, ১১০ : ১-৩

এ কারণেই এই দ্বীন তাওহিদ ও ইসতিগফারের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয়। আল্লাহ বলেন,

الر ۚ كِتَابٌ أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ ،أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ ۚ إِنَّنِي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ ،وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُم مَّتَاعًا حَسَنًا

‘আলিফ-লাম-রা। এটি এমন এক কিতাব, যার আয়াতগুলো পরম প্রাজ্ঞ ও সর্বজ্ঞ সত্তার পক্ষ থেকে সুনিপুণভাবে ও ভাগে ভাগে বিন্যস্ত করা হয়েছে, যেন তোমরা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও ইবাদত না-করো। নিশ্চয়ই আমি তোমাদের জন্য তাঁর পক্ষ থেকে একজন সতর্ককারী ও সুসংবাদদাতা। আর তোমরা তোমাদের রবের কছে ক্ষমা চাও এবং তাঁর দিকেই ফিরে এসো, তাহলে তিনি তোমাদের এক নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত সুন্দরভাবে ভোগ (জীবনের সুখ) করতে দেবেন।’[৯]

আল্লাহ বলেন,

فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوهُ

‘অতএব, তোমরা তাঁর দিকেই স্থির থাক এবং তাঁর কাছেই ক্ষমা চাও।[১০]

তিনি আরও বলেন,

فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ

‘জেনে রাখো, আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই। নিজ ত্রুটির জন্যে এবং মুমিন পুরুষ ও নারীদের জন্যে ক্ষমাপ্রার্থনা করো।’[১১]

এক বর্ণনায় এসেছে, শয়তান বলে—আমি মানুষকে পাপের মাধ্যমে ধ্বংস করি, আর তারা আমাকে ‘লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ ও ইসতিগফারের মাধ্যমে ধ্বংস করে।[১২]

ইউনুস আলাইহিস সালাম বলেছিলেন,

لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ

---

[৯] সুরা হুদ, ১১ : ১-৩

[১০] সুরা আল-ফুসসিলাত, ৪১ : ৬

[১১] সুরা মুহাম্মাদ, ৪৭ : ১৯

[১২] হাদিসটি আবু ইয়ালা তাঁর ‘মুসনাদ’ গ্রন্থে (হাদিস নং : ১৩৬), ইবনু আবি আসিম তাঁর ‘আস-সুন্নাহ’ গ্রন্থে (হাদিস নং : ৭) এবং তাবারানি তাঁর ‘কিতাবুদ দুআ’ গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন।

‘তুমি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই; তুমি পবিত্র। অবশ্যই আমি যালিমদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়েছি।’[১৩]

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন তাঁর বাহনে আরোহণ করতেন, আল্লাহর প্রশংসা করতেন; তারপর তিনবার اللَّهُ أَكْبَرُ বলে বলতেন,

لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ ظَلَمْت نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي

‘তুমি ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই। তুমি পবিত্র, আমি আমার নফসের ওপর যুলম করেছি, আমাকে ক্ষমা করো।’[১৪]

মজলিস শেষে এই দুয়া পড়লে তা মজলিসে সংঘটিত ভুলত্রুটির কাফফারা হয়,

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ

‘হে আল্লাহ! আমি প্রশংসাসহ আপনার পবিত্রতা ঘোষণা করি। আমি সাক্ষ্য দিই, আপনি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই। আমি আপনার কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা করি এবং আপনার কাছেই তাওবাহ করি।’[১৫]

আল্লাহই সবচেয়ে ভালো জানেন। সালাম ও সালাত বর্ষিত হোক নবি মুহাম্মাদের ওপর।

---

[১৩] সুরা আল-আম্বিয়া, ২১ : ৮৭

[১৪] ইমাম আবু দাউদ ও ইমাম তিরমিযির মতে হাদিসটি হাসান সহিহ।

[১৫] সুনানু আবি দাউদ, হাদিস নং : ৪৮৫৯; সুনানুত তিরমিযি, হাদিস নং : ৩৪৩৩

গ্রন্থতালিকা

ক্রমিক	বই	লেখক	প্রকাশিত/ প্রকাশিতব্য (ইনশাআল্লাহ)
০১	যুলহিজ্জাহর প্রথম দশ দিন (পিডিএফ সংস্করণ)	শাইখ মুহাম্মাদ সালিহ আল-মুনাজ্জিদ	প্রকাশিত
০২	রমাদান : জিজ্ঞাসা ও জবাব	শাইখ আহমাদ মুসা জিবরিল	প্রকাশিত
০৩	চরিত্রশুদ্ধি	ইমাম ইবনু কুদামাহ আল-মাকদিসি	প্রকাশিত
০৪	আকিদাহর মূলনীতি (আকিদাহ তহাবিয়াহর ব্যাখ্যা)	শাইখ আহমাদ মুসা জিবরিল	প্রকাশিত
০৫	‘আল-আকিদাতুল হামাবিয়াহ’র সংক্ষিপ্তকরণ ও ব্যাখ্যা	মূল : ইমাম ইবনু তাইমিয়াহ সংক্ষিপ্তকরণ ও ব্যাখ্যা : ইমাম মুহাম্মাদ ইবনু সালিহ আল-উসাইমিন	প্রকাশিতব্য
০৬	হাদিসের প্রামাণিকতা	ইমাম নাসিরুদ্দিন আলবানি	প্রকাশিতব্য